দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 NOV 2008
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০০৮

শীর্ষ প্রতিবেদন

মোহাম্মদ আবদুল অদুদ

আগামী ৫ ও ৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০০৮। বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ ২০০৫ থেকে প্রতি বছর এই পরীক্ষা গ্রহণ করে আসছেন। সে হিসাবে এটি ৪র্থ পরীক্ষা। এবারের পরীক্ষার বিভিন্ন কারণে পূর্বে ঘোষিত দুটি তারিখ (১৭ ও ১৮ অক্টোবর এবং ১৪ ও ১৫ নভেম্বর) পরিবর্তিত হয়ে সর্বশেষ ৫ ও ৬ ডিসেম্বরকে নির্ধারণ করা হয়। বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরী শিক্ষাবোর্ডের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগের নিমিত্তে সর্বমোট ৭৮টি বিষয়ে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য আবেদন করেছেন ১ লাখ ৩১ হাজার ৯শ' ৬১ জন প্রার্থী। বাছাই শেষে প্রবেশপত্র পেয়েছেন ১ লাখ ২৭ হাজার ৩৮ জন প্রার্থী। যাদের মধ্যে ৭১ হাজার ৩৫ জন স্কুল পর্যায়ের ও ৫৬ হাজার ৩ জন কলেজ পর্যায়ের। পরীক্ষার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ, এনটিআরসিএ চেয়ারম্যান কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ।

এনটিআরসিএ পরিচিতি : বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্পন্ন যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে দেশে শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত জোট সরকারের আমলে এনটিআরসিএ আইন, ২০০৫ প্রণয়ন করা হয়। আইনটি ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ মহামান্য প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের পর ১৫ মার্চ গেজেট প্রজ্ঞাপন ও ২০ মার্চ থেকে বলবৎ হয়। উক্ত আইনের ১০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, নিবন্ধিত ও প্রত্যয়নকৃত না হলে কোন ব্যক্তি কোন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে) শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের জন্য বিবেচিত হবেন না।

পরীক্ষা পদ্ধতি : বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরাসরি নিয়োগযোগ্য শিক্ষক পদে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক প্রার্থীকে ১০০ নম্বরের আবশ্যিক ও ১০০ নম্বরের ঐচ্ছিক বিষয়সহ মোট ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। প্রতি পত্রের জন্য পাস নম্বর ৪০ এবং পরীক্ষার সময় ৩ ঘণ্টা। এই পরীক্ষায় পাস করলে এনটিআরসিএ কর্তৃক সনদ প্রদান করা হয়। ওই সনদে প্রাপ্ত নম্বরও উল্লেখ থাকে, যদিও তা শুধুমাত্র নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনার বিষয়। পরীক্ষায় অসাধুতা রোধে কর্তৃপক্ষ ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেমের মাধ্যমে কাজ করছেন, যাতে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর ছবি তার প্রবেশপত্র এবং পরীক্ষার হলে নেয়া স্বাক্ষরপত্রে থাকবে।

আগামী ৫ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় স্কুল পর্যায়ের আবশ্যিক ও বেলা ২টায় ঐচ্ছিক এবং ৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় কলেজ পর্যায়ের আবশ্যিক ও বেলা ২টায় ঐচ্ছিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

আবেদন বাছাই ও প্রবেশপত্র সংক্রান্ত তথ্য : কর্তৃপক্ষ তাদের প্রদত্ত নির্দেশনা ব্যতিরেকে পূরণকৃত আবেদনপত্রগুলোকে বাতিল করেছেন। ওইক্ষেত্রে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘাটতি, প্রার্থীত পদের জন্য যেক্ষেত্রে বিএড, বিপিএড প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে তা না থাকা, পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েই (ফলাফল না পেয়ে) আবেদন করা, আবেদনকৃত ফরমে কাটাকাটি, বয়স ও অন্যান্য মৌলিক তথ্যে গরমিলসহ বিভিন্ন বিষয় দেখা হয়েছে। সে হিসাবে এ বছর স্কুল পর্যায়ে ৩ হাজার ৭শ' ২৩টি ও কলেজ পর্যায়ে ১২০০টি আবেদনপত্র বাতিল হয়। সবকিছু ঠিক আছে এমন কেউ কেউ এখনও প্রবেশপত্র না পেয়ে থাকলে তারা এ সপ্তাহে অবশ্যই নিজ নিজ ঠিকানায় প্রবেশপত্র পাবেন বলে জানান এনটিআরসিএ সদস্য মোঃ সাইফুল ইসলাম।

পরীক্ষার সিলেবাস ও প্রস্তুতি : আবশ্যিক ১০০ নম্বরের ৪টি অংশ। যথা: বাংলা, ইংরেজী, গণিত ও সাধারণ জ্ঞান। প্রতি অংশের জন্য নম্বর বরাদ্দ আছে ২৫ করে। ঐচ্ছিক বিষয়ে ১০০ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে প্রার্থী যে বিষয়ের শিক্ষক হতে চান বা প্রার্থী যে বিষয়ে মাস্টার্স করেছেন সেই বিষয়ের উপর। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এনটিআরসিএ কর্তৃপক্ষ একটি ছোট সিলেবাসও প্রণয়ন করেছেন। প্রশ্নগুলো এমন হয়, যাতে বড় প্রশ্ন, ছোট প্রশ্ন সবই থাকে এবং একজন মানসম্পন্ন শিক্ষক হওয়ার জন্য যেসব সাধারণ বিষয় জানা দরকার, তা জানেন কিনা প্রার্থী থেকে প্রশ্নের মাধ্যমে তা নিশ্চিত হন কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চাইলে ঢাকার পরীক্ষার্থী মাসুমা আক্তার জানান, পড়ার কোন বিকল্প নেই। আমি দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে পড়ছি এবং গণিত ও ইংরেজীর উপর বেশী জোর দিচ্ছি। বিগত পরীক্ষার আলোকে প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে চট্টগ্রামের পরীক্ষার্থী ইয়াসমিন আক্তার নামের আরেক পরীক্ষার্থী ইনকিলাবকে জানান, গণিতের অংশের প্রশ্ন কলেজ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের এবং স্কুল শিক্ষকদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায়ের পঠিতব্য সিলেবাস অনুযায়ী করা হয়। বাংলা ও ইংরেজীর ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পঠিতব্য বিষয়ের আলোকে প্রশ্ন করা হয়। সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী, চলতি ঘটনাবলী, পরিবেশ বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রার্থীদের জানা আবশ্যক এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন আসে।

কিভাবে ভালো করা যায় পরীক্ষায় : পরীক্ষায় ভালো করার জন্য প্রয়োজন প্রচুর পড়াশুনা। প্রবেশপত্রে উল্লেখিত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে পরীক্ষার হলে। সর্তকতার সাথে পূরণ করতে হবে উত্তর পত্রের কভার পেইজ। সময়ের দিকে খেয়াল রেখে ধারাবাহিকভাবে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হবে। যেহেতু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, সেহেতু ৫ নম্বর বেশী পাওয়ার জন্য সুন্দর হস্তাক্ষরে ও নির্ভুলভাবে উত্তরগুলো উপস্থাপন করতে হবে। ৪০ শতাংশ মার্কস পেলে সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে বটে। কিন্তু নিয়োগের ক্ষেত্রে এটি সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। তাই অধিক নম্বর কিভাবে পাওয়া যায়, তার চেষ্টা করতে হবে। প্রার্থীদের বিশেষ করে গণিত ও ইংরেজীতে অনেক প্রার্থী ফেল করেন। তাই এ দু'টি বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। সেই সাথে নিজের ঐচ্ছিক বিষয়ে সর্বোচ্চ মার্কস পাওয়ার চেষ্টা করতে হব। আপনি ইচ্ছা করলে বিগত পরীক্ষার প্রশ্নগুলোর আলোকে মডেল টেস্ট দিতে পারেন। তারপর উত্তরপত্রের কোথায় কোথায় ভুল হয়েছে তা চিহ্নিত করতে পারেন। এতে আপনার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

নিবন্ধন ও কর্মসংস্থান : বিগত তিনটি পরীক্ষায় নিবন্ধিত হয়েছেন ৭২ হাজার ১শ' ৮৯ জন। কিছু কিছু বিষয়ে শিক্ষকের অভাব থাকলেও অনেকে নিবন্ধিত হয়ে এখনও কোন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে পারেননি। যেমন- ইংরেজী শিক্ষকের অভাব থাকলেও ইংরেজীতে মাস্টার্স করে কেউ বেসরকারী স্কুল বা কলেজে আসতে চান না। এনটিআরসিএ নিবন্ধিত শিক্ষকদের নিয়োগ সংক্রান্ত একটি ডাটাবেজ তৈরী করছেন এবং তার কাজ জেলা শিক্ষা অফিসারদের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে বলে জানান এনটিআরসিএ'র অপর সদস্য মুস্তাফিজুর রহমান।

শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি : আগের বছরের প্রশ্নগুলোর আলোকে বার বার অনুশীলন করতে হবে। সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপারে নিয়মিত পত্রিকা পাঠ, টেলিভিশনে সংবাদ দেখা এবং সমসাময়িক বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। গণিতে দুর্বল পরীক্ষার্থীরা নবম-দশম শ্রেণীর সিলেবাস রপ্ত করতে হবে। ইংরেজী, বাংলা ও সমাজ তিনটি বিষয়ে নিবন্ধনপ্রাপ্ত রাজধানীর আনন্দলোক উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক নুরুল আলম জানান, বিসিএস পরীক্ষার ন্যায় প্রস্তুতি নিতে হয় নিবন্ধন পরীক্ষায়। নবম-দশম শ্রেণীর জ্যামিতি-ত্রিকোণমিতি ও বীজগণিত বেশি বেশি চর্চা করতে হবে। পাটীগণিত আসতেও পারে নাও আসতে পারে। বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজী ব্যাকরণের মৌলিক বিষয়াদি পড়তে হবে। সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিভিন্ন অংশের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

উপসংহার :

সুতরাং নিবন্ধন লাভের জন্য সিলেবাস অনুযায়ী যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ, যথাসময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে আগমন ও মাথা ঠাণ্ডা রেখে প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর প্রদানসহ বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করে সফল হতে পারেন আপনিও।

ছবি : ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণে এনটিআরসিএ চেয়ারম্যানসহ অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ